১০ যীশু খ্রীষ্টই প্রভু

এই পাঠে আপনি পড়বেন

প্রভু হিসাবে যীশুর ক্ষমতা

প্রভু একটি ক্ষমতা সূচক নাম

ক্ষমতার প্রমাণ

প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি

মন্ডলীর প্রধান

রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু

প্রভু হিসাবে ক্ষমতা

আপনি কি যীশুকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু বলে বিশ্বাস করেন ? এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর উপরই আপনার আত্মিক জীবন নির্ভর করছে ।

রোমীয় ১০ ঃ ৯ যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে ।

প্রভু একটি ক্ষমতা সূচক নাম ঃ

লোকেরা যখন প্রভু বলে ডাকতো, তখন এ' কথাটির দ্বারা কি বুঝাতো ? প্রেরিত পৌল দু'শোর (২০০) বেশী বার এই নাম ব্যবহার করেছেন । কেন ? পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রভু যীশুর উপরে বিশ্বাস করা মানে কি ? ঈশ্বরই বা কেন বলেছেন যে, প্রত্যেক জিহ্বা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে ?

"কুরিয়স" হচ্ছে বাইবেলে ব্যবহৃত "প্রভু" কথাটির মূল গ্রীক শব্দ। এটা একটা ক্ষমতা সূচক নাম। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চিহ্ন রূপে লোকেরা এই নাম ব্যবহার করত। স্যার বা মহাশয় ইত্যাদি ভদ্রতা সূচক সম্বোধন হিসাবেও এই নাম ব্যবহার করা হতে পারে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তার গৃহের প্রভু। দাস-দাসীরা তাদের শাসনকর্তা বা রাজাকে প্রভু বলে স্বীকার করত।

কুরিয়সও একটা ভক্তি প্রকাশক নাম। বিভিন্ন ধর্মের উপাসকরা উপাসনার সময় তাদের দেবতাদের এই নামে ডাকতো। একমাত্র সত্য ঈশ্বর যিহোবাকেও এই নামে ডাকা হত। এই অর্থে বাইবেলে, প্রভু নামটি পিতা ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট এই উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যীশুকে প্রভু বলার মানে স্বীকার করা যে তিনি ঈশ্বর, তিনি পিতার সঙ্গে যুক্ত, তিনি মহাবিশ্বের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এবং আমাদের জীবনকে পরিচালনা করবার অধিকার তাঁর আছে।

যীশুকে যখন আমরা প্রভু বলে গ্রহণ করি, তখন তাঁর আদেশ নির্দেশ আনুযায়ী জীবন যাপন করি। প্রার্থনায় আমরা সব কিছু তাঁকে খুলে বলি। তাঁর বাক্য আমাদের প্রতিদিন পথ দেখিয়ে নেয়। কোন কিছুর জন্যই আমাদের দুশ্চিন্তার দরকার নেই। আমাদের প্রভু সব ক্ষমতা রাখেন, তিনি সব কিছুই জানেন, আর তিনি আমাদের ভালবাসেন। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা ও তাঁর বাধ্য হওয়া।

ক্ষমতার প্রমাণ ঃ

যীশু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের সম্বন্ধে যে সত্য প্রকাশ করতেন, তাতে লোকেরা অবাক্ হত। তিনি নিজেকে পথ ও সত্য ও জীবন বলে অভিহিত করেছেন।

যীশু প্রকৃতি জগতের উপর তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি ঝড়ের মধ্যে উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটেছেন। "থাম, শান্ত হও।"–যীশুর এই একটি কথায় প্রবল ঝড় থেমে গিয়েছে। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত

করেছেন। তিনি পাঁচ টুকরা রুটি আর ছোট ছোট দু'টো মাছ দিয়ে ৫,০০০ লোককে খাইয়েছেন।

যীশু মৃত্যু ও রোগ ব্যাধির উপর তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় বধির শুনতে পেয়েছে, অন্ধ দেখতে পেয়েছে, পঙ্গু হাটতে পেরেছে। তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, তিনি মরে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন।

যীশু তাঁর নৈতিক ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা দিয়ে গেছেন। যে সব জীবন বিপথে গিয়ে নষ্ট হয়েছিল, তাদের জীবনকেই তিনি আবার সুন্দর, পবিত্র ও উপকারী করে তুলেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিখুঁত নেতা।

যীশু তাঁর আত্মিক ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তিনি পাপ ক্ষমা করেছেন। তিনি মন্দ আত্মাদের বের করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতার কাজ করেছেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়েছেন ও সেখান থেকে তাঁর মন্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যীশু মন্ডলীর উপরে তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। প্রভু হিসাবে তিনি জগতে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছেন, আর তারা যাতে সেই কাজ করতে পারে, সেজন্য তাদের আত্মিক শক্তিও দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, তবে স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।

যোহন ১৩ : ১৩ "তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর তা ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই"।

মথি ২৮ : ১৮-২০ "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের

যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি

আজকের এই পৃথিবীতে মন্ডলী, যীশুকে তার প্রভু বলে স্বীকার করে। স্বর্গে অন্যান্য সব আত্মিক সত্বা বা ক্ষমতার উর্দ্ধে তাঁর স্থান। আর একদিন সমস্ত জগৎ তাঁকে এর ন্যায় সংগত রাজা ও প্রভু বলে স্বীকার করবে।

ইফিষীয় ১ ঃ ২০-২২ তিনি (ঈশ্বর) মৃত্যু থেকে খ্রীষ্টকে জীবিত করে তুলেছেন এবং স্বর্গে তাঁর ডান দিকে বসিয়েছেন। সেখানে খ্রীষ্টের হাতে সমস্ত শাসন, ক্ষমতা, শক্তি এবং রাজত্ব রয়েছে। আর যাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তা সে এই যুগের হোক কিম্বা আগামী যুগের হোক সব নামের উপরে তাঁর নাম। ঈশ্বর সব কিছু খ্রীষ্টের পায়ের তলায় রেখেছেন, আর তাঁকে সব কিছুর অধিকার দিয়েছেন, আর তাঁকেই মন্ডলীর মাথা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

মন্ডলীর মস্তক ঃ

যারা যীশুকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তারা সবাই তাঁর মন্ডলীর সভ্য। প্রেরিত পৌল তার চারটি চিঠিতে বলেছেন যে, যীশু আমাদের মস্তক এবং মন্ডলী তাঁর দেহ। খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে আমরা যে সব অধিকার লাভ করি, সেগুলি সম্বন্ধে আমরা পড়েছি। আমরা যদি যীশুকে আমাদের জীবনে প্রথম স্থান দেই ; তবেই অমরা এই অধিকারগুলি ভোগ করতে পারি। মাথাই দেহকে পরিচালনা দেয়, দেহ মাথাকে নয়। দেহের প্রতিটি অংগেরই একটা নিজস্ব স্থান এবং কাজ আছে। আমাদের সবাইকেই দেহের মঙ্গলের জন্য একত্রে কাজ করতে হবে এবং আমাদের মস্তক, খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে।

কলসীয় ১ : ১৭, ১৮ তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। এছাড়া তিনিই তাঁর দেহের অর্থাৎ মন্ডলীর মাথা। তিনিই প্রথম আর তিনিই মৃত্যু থেকে প্রথম জীবিত হয়েছিলেন, যেন সব কিছুতেই তিনিই প্রধান হতে পারেন।

রোমীয় ১২ : ৫, ৬ আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে একটা দেহই হয়েছি। আমাদের সকলের একে অন্যের সংগে যোগ আছে। ঈশ্বরের দয়া অনুসারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দান পেয়েছি।

এই পৃথিবীতে তাঁর মন্ডলী স্থাপন করবার আগে, যীশু তাঁর মন্ডলীকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন এবং তাঁর সংগে রাজত্ব করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে তুলবেন।

তিনি আমাদের সবাইর ভুল ত্রুটি ও ব্যর্থতার বিচার করবেন এবং তাঁর জন্য যা কিছু করেছি, তার পুরস্কার দিবেন। তাঁর চিরস্থায়ী রাজ্যে তাঁর সাথে রাজত্ব করতে হলে, আগে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২ করিন্থীয় ৫ : ১০ এর কারণ হল, খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে আমাদের সকলের সব কিছু প্রকাশ করা হবে, যেন আমরা প্রত্যেকে এই দেহে থাকতে যা কিছু করেছি, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেই হিসাবে তার পাওনা পাই।

এই বিচারের পরে স্বর্গে এক বিরাট ভোজ হবে, যা মেষ-শাবকের বিবাহ ভোজ নামে পরিচিত। প্রকাশিত বাক্যে আমরা এর বিবরণ পাই। প্রকাশিত বাক্যে উনত্রিশ বার যীশুকে মেষ-শিশু (বা মেষ-শাবক) বলা হয়েছে। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর থেকে এটিই তাঁর সম্মান-সূচক উপাধি বা নাম। মেষ-শিশুর ভাষা রূপে মন্ডলীও এই সম্মানের ভাগী।

প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ৫-৮ তখন সিংহাসন থেকে একজন বললেন, "ঈশ্বরের দাসেরা এবং তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তোমরা ছোট বড় সবাই আমাদের ঈশ্বরের গৌরব কর।" তারপর আমি অনেক লোকের ভীড়ের শব্দ, জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের শব্দ ও জোরে বাজ পড়ার শব্দের মত

করে বলা এই কথা শুনলাম। "হাল্লিলূয়া! আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর রাজত্ব করতে শুরু করেছেন। এস, আমরা মনের খুশিতে খুব আনন্দ করি আর তাঁর গৌরব করি; কারণ মেষ-শিশুর বিয়ের সময় হয়েছে এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। উজ্জ্বল, পরিস্কার ও সুন্দর কাপড় তাঁকে পরতে দেওয়া হয়েছে। সেই সুন্দর কাপড় হল ঈশ্বরের লোকদের সৎকাজ।"

রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু :

যীশু কে, সে বিষয়ে একটা চিত্র লাভের জন্য আমরা ভবিষ্যতের প্রতি, খ্রীষ্টের মহিমান্বিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

প্রকাশিত বাক্য ১ : ৭-৮ দেখ তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন।------"যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও আছেন আমি সেই আল্‌ফা এবং ওমেগা। আমিই সমস্ত শক্তির অধিকারী।"

আল্‌ফা ও ওমেগা হচ্ছে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর। এর দ্বারা শুরু এবং শেষ বুঝানো হয়েছে। যীশু আল্‌ফা–তিনিই সব কিছুর মূলে, তিনি সৃষ্টির উৎস। যীশু ওমেগা–যিনি ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে সব কিছুর সঠিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনবেন। তিনি সমস্ত মন্দের উপরে জয়লাভ করবেন এবং রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রূপে অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।

যীশু আসবার আগে যে সব ঘটনা ঘটবে, তা তিনি বর্ণনা করেছেন। প্রকাশিত বাক্যে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে : যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, দূষিত জল, সমুদ্রের মাছ মরে যাবে, গাছপালা ধ্বংস হবে, স্বেচ্ছাচারী শাসনের অত্যাচার চলবে–সৃষ্টি হবে মৃত্যুর বিভীষিকা।

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে, এখানেই এর শেষ নয়। পাপের ফলে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যু আসে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য মানুষকে উদ্ধার করেছেন। আর এই পৃথিবীতে তিনি তাঁর নিখুঁত রাজ্য স্থাপন করবেন। যীশুই ওমেগা। তিনি তাঁর ক্ষমতায় যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর রক্তের

মূল্যে যাকে মুক্ত করেছেন, সেই জগতের উপর রাজত্ব করবার জন্য তিনি শীঘ্রই আসছেন।

প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ১১, ১৩, ১৪, ১৬ পরে আমি দেখলাম স্বর্গ খোলাই আছে, আর সেখানে একটা সাদা ঘোড়া রয়েছে, যিনি সেই ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন তাঁর নাম হল 'বিশ্বস্ত ও সত্য'। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। .....আর তাঁর নাম হল, 'ঈশ্বরের বাক্য।' স্বর্গের সৈন্যদল তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। ....তাঁর পোষাক ও উরুতে এই নাম লেখা আছে, "রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু।"

মথি ২৪ : ৩০ , ২৫ : ৩১, ৩২ "পৃথিবীর সমস্ত লোক.....মনুষ্যপুত্রকে শক্তি ও মহিমার সংগে মেঘে করে আসতে দেখবে। মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসাবেন। সেই সময় সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে এক সংগে জড় করা হবে।"

যিশাইয় ১১ : ৪, ৬, ৯ ; ৩৫ : ১, ৫, ৬, ১০ কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন। .....আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত বাস করিবে.....গোবৎস যুবসিংহ ও হৃষ্ট-পুষ্ট পশু একত্রে থাকিবে এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে। সে সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না ; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।

প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লাসিত হইবে। তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে, আর বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দেবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দ গান করিবে ; কেননা প্রান্তরে জল উৎসারিত হইবে, ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহ হইবে।

আর সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, আনন্দ গান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে,